بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

সংখ্যা
4

বদর

কাদিয়ান সাপ্তাহিক

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার,31 মার্চ, 2016 21 জামাদি আস-সানি 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন। আল্লাহ তা'লা হুযুরের সর্বদা রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী , এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু আমি যখন চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

" যেহেতু কোন মানুষ চিরঞ্জীব নয়। অতএব, খোদা তা'লা রসুলদের সত্তাকে প্রতিচ্ছায়া রূপে চিরকালের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখা স্থির করেছেন যারা সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিদের থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। এই উদ্দেশ্যেই খোদা তা'লা খিলাফতের সূচনা করেন যাতে পৃথিবী কখনো কোন যুগেও নবুয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে।"

(শাহাদাতুল কুরান, পৃষ্ঠা-৫৭)

আর এটা খোদার সুন্নত (রীতি) এবং যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে সব সময়ই তিনি এ নিয়ম প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসুলদেরকে সাহায্য করে থাকেন এভং তাদেরকে বিজয়মিন্ডত করেন। এ সম্বন্ধে বলেন:- كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ

(মুজাদেলা:২২)

গালাবা শব্দের অর্থ হচ্ছে, যেহেতু রসুল ও নবীগণও ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন যে, খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণভাবে কায়েম হয় এবং কোন শক্তিই যেন এর মোকাবিলা করতে সক্ষম না হয় সে অনুসারে খোদা তা'লা প্রবল নিদর্শন সমূহ দ্বারা তাঁদের (নবীদের সত্যতা) প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং যে সাধুতা তাঁরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, খোদা তা'লা তার বীজ তাঁদের হাতেই বপন করেন। কিন্তু তাঁদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না বরং এমন সময়ে তাদেরকে মৃত্যু দান করেন যখন বাহ্যিকভাবে একপ্রকার অকৃতকার্যতাব্যঞ্জক ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদেরকে হাসি-ঠাট্টা বিদ্রুপ ও উপহাস করার সুযোগ দেন। এর পর খোদা তা'লা নিজ কুদরতের অপর হাত দেখান এবং এমন উপকরন সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেসব উদ্দেশ্য , যার কোনটি অসুম্পূর্ণ রয়েছিল, সেগুলি পূর্ণতা পায়।

সংক্ষেপে খোদা তা'লার দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা(প্রকাশ করেনঃ ১) নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন। ২) অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামাত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামাতের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ নাগাদ ধৈয্য অবলম্বন করে তারা খোদা তালার এ মুজিযা দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) -এর সময় হয়েছিল। যখন আঁ হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভুত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন।

তখন খোদা তালা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রাঃ) কে দাঁড় করিয়ে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতে দৃশ্য প্রদর্শন করেন। এমনভাবে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে যা তিনি করেছিলেন। আল্লাহ বলেছেনঃ-

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

(আন-নুর:৫৬)

(আল-ওসিয়্যত, রূহানী খাযায়েন ২০ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫-৩০৬)

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ তা'লার বিধান হচ্ছে , তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তরন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না । তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয় কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী , এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু আমি যখন চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রিুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা'লা বলেছেন অর্থাৎ 'আমি তোমার অনুবর্তী এ জামাতকে কিয়মত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দিব। (অনুবাদক) সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত অবশ্যম্ভাবী , যেন এর পর সেই চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস এসে যায়। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গিকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবর্তীন হওয়ার সময়, তবুও সেই সব বিষয় পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এই দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে একপ্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভুত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন। অতএব , তোমরা খোদার দ্বিতীয় কুদরতের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক।

(আল-ওসিয়্যত, রূহানী খাযায়েন ২০ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫-৩০৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ

মৌলভী গোলাম নবী সাহেব নিয়ায, মুবাল্লিগ ইনচার্জ জম্মু ও কাশ্মীর

মহা শক্তিমান খোদা তা'লা এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডকে বৃথা সৃষ্টি করেন নি, বরং এর সৃষ্টির পেছনে মহান উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় আর সেটি হল তাঁর পরিচয় লাভ করা।

হাদিসে কুদুসিতে বর্ণিত আছে,

"كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ" অর্থাৎ আমি একটি গোপন ধন-ভান্ডার ছিলাম। আমি নিজের পরিচিতি লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি আদমকে সৃষ্টি করলাম।

সুতরাং আদমকে আল্লাহ তা'লার পরিচিতি লাভের মাধ্যম বানানো হল। আল্লাহ তা'লার জ্যোতির্বিকাশ আদমের সত্তার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে,যার অস্তিত্ব শত-সহস্র পর্দার অন্তরালে, যিনি সমস্ত প্রশংসা, সৌন্দর্য্য এবং উচ্চ-গুণাবলীর ধারক। যেরূপ তিনি কুরান মজীদে ফিরিশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

(আল-বাকারা:৩০-৩২)

" আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি তৈরী করতে চলেছি। তখন তারা অর্থাৎ ফিরিস্তারা নিজেদের সীমিত জ্ঞানের কারণে আশঙ্ক প্রকাশ করেন। আল্লাহ তা'লা তাদের আশঙ্কাকে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে নিবারণ করেন এবং আদমের সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। সুতরাং তারা আল্লাহ তা'লার গুণকীর্তন করার মাধ্যমে সত্যকে স্বীকার করেন"

মোটকথা আল্লাহ তা'লার এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডকে সৃষ্টি করা এবং এর মধ্যে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বকে স্পষ্ট করে।

খিলাফতের অর্থ:

খলীফা শব্দের অর্থ হল প্রতিনিধি এবং খিলাফতের অর্থ হল প্রতিনিধিত্ব। আল্লামা ইবনের কাসীর লিখেছেন , ' খলীফা সেই ব্যক্তি যে কারোর প্রস্থান করার পর তার স্থানে দন্ডায়ামান হয় এবং তার প্রস্থানে কারণে সৃষ্ট শুন্যকে পুরন করে'। আভিধানিক দিক থেকে খিলাফতের অর্থ সহায়ক এবং প্রতিনিধি। ইসলামের পরিভাষায় নবীর মৃত্যুর পর খিলাফত আরম্ভ হয়।

(আন নিহায়ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

"খলীফা শব্দের অর্থ হল প্রতিনিধি যে ধর্মের সংস্কারের করে। নবীর যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর যে অন্ধকার বিরাজ করে তা দূর করার উদ্দেশ্যে তাদের স্থানে যে আগমণ করে তাকে খলীফা বলে"।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৩)

তিনি (আঃ) খিলাফতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

" যেহেতু কোন মানুষ চিরঞ্জীব নয়। অতএব, খোদা তা'লা রসুলদের সত্তাকে প্রতিচ্ছায়া রূপে চিরকালের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখা স্থির করেছেন যারা সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিদের থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। এই উদ্দেশ্যেই খোদা তা'লা খিলাফতের সূচনা করেন যাতে পৃথিবী কখনো কোন যুগেও নবুয়তের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে।"

(শাহাদাতুল কুরান, পৃষ্ঠা-৫৭)

সমস্ত নবীগণ আল্লাহ্‌র খলীফা ছিলেন:

হযরত আদম থেকে শুরু করে হযরত আকদস মহম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত যত সংখ্যক নবী পৃথিবীতে আগমত করেছেন তারা সকলেই আল্লাহ্‌র খলীফা ছিলেন। তাঁরা সকলেই দ্বীনে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন, পার্থক্য কেবল এতটুকুই ছিল যে, পূর্বের নবীগণ একটি বিশেষ কোন যুগ এবং বিশেষ একটি জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন। সুতরাং সময়ের প্রয়োজন অনুসারেই তাদের শিক্ষা ছিল। আঁ হযরত (সাঃ) সমস্ত মানবতার জন্য রসুল রূপে আবির্ভুত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'লা কুরান মজীদে বলেন, قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا (আল-আরাফ:১৫৯)

অর্থাৎ "তুমি বলে দাও, হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রসুল।"

অতএব এই পৃথিবীতে আঁ হযরত (সাঃ)- এর সত্তা ঐশী জ্যোতির্বিকাশের পূর্ণতম দৃষ্টান্ত। তিনি একটি সম্পূর্ণ কর্মবিধি ও জীবনাদর্শ নিয়ে এসেছেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা ধর্মকে পূর্ণতা প্রদান করেছেন। যেরূপ তিনি বলেন, اَلْیَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (আল-মায়েদা: ৪)

আল্লাহ তা'লা আঁ হযরত (সাঃ)-এর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং একে পূর্ণতা দান করেছেন। শুধু পূর্ণতা দানই করেন নি বরং এর নিরাপত্তারও অঙ্গিকার করেছেন। اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ-

(আল-হিজর: ১০)

অর্থাৎ আমরাই এই কুরানকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এটির সুরক্ষা করব। আল্লাহ তা'লা আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছেও এই অঙ্গিকার করেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা ঈমান ও সৎকর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ তা'লা তাদের মধ্যে খিলাফতও প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যেরূপ কুরান মজীদে আয়াতে ইসতেফলাফ'-এ (আন-নুর: ৫৬) আল্লাহ তা'লা বলেন,

" অর্থাৎ তোমাদের ম্যধ হইতে যাহারা ঈমান আনে এভং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায়য় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারাই হইবে দুষ্কৃতকারী।"

সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'লা হযরত আকদস মহম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতে তাঁর পর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত খিলাফতের অঙ্গিকার করেছেন। অতএব খিলাফত হল নবুয়তের পরিপুরক অধ্যায়। এই কারণে আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, مَاكَانَتِ النُّبُوَّةُ قَطُّ اِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ(কুনযুল আমাল)

অর্থাৎ নবুয়তের পর খিলাফত হওয়া আবশ্যক। এই দুটিই একে অপরের পরিপুরক। নবীগণ কেবল বীজ বপন করে থাকেন এরপর সেই চারা বৃক্ষকে লালন পালন করেন খলীফাগণ। যেভাবে ভু-স্বামীরা নিজের ক্ষেতে এবং বাগানে বীজ বপন করে থাকে বা চারা গাছ রোপন করে থাকেন এবং পরবর্তীতে সেগুলি সুরক্ষার ব্যবস্থাও করেন। এইভাবে তাদের ক্ষেতের ফসল পরিপক্ক হয়। অতএব এটি কিভাবে সম্ভব যে, খোদা তা'লা একত্ববাদের বীজ নবীগণের হাতে বপন করানো পর তার জন্য কোন রক্ষক বা তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করবেন না।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" অনুরূপভাবে খোদা তা'লা শক্তিশালী নিদর্শনের দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রকাশ করে দেন এবং যে সত্যকে তিনি পৃথিবীতে প্রসারিত করতে চান তার সূচনা তাঁর মাধ্যমেই করেন কিন্তু তাঁর হাতে সেই কাজ সম্পূর্ণ করেন না। বরং এমন সময়ে তাঁকে মৃত্যু দান করে বিরোধীদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাসের সুযোগ এনে দেয় যা বাহ্যতঃ অসফলতার আশঙ্কা সৃষ্টি করে। তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের পর আল্লাহ তা'লা স্বীয় কুদরতের অপর একটি হাত প্রদর্শন করেন। এবং এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেই অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে।" (আল-ওসিয়্যত)।

অতএব নবুয়তের মহান উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্য প্রতিনিধিত্ব বা

জুমআর খুতবা

এই পৃথিবীতে মানুষ অনেক কথা বৃথা এবং বিনা কারণেই বলে থাকে। অনেকেই এমন আছে যারা হাসি ঠাট্টার ছলে কাউকে কোন কথা বলে বসে এবং এর ফলে ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত হয়। অনেক সময় বিভিন্ন মিটিং বা বৈঠকে এমন সব কথা বলা হয় যা বৃথা হয়ে থাকে বা কেবল কথার খাতিরে কথা বলা হয়। অনেক সময় এমন ব্যঙ্গ বিদ্রুপ সূচক কথাও বলা হয় যার ফলে অন্যের কষ্ট হয় অথবা এমন বৃথা কথাবার্তা হয় যা কোন অর্থেই কারও জন্য কল্যাণকর হয় না। এটি সম্পূর্ণরূপে সময় নষ্ট করা বৈ আর কিছু নয়।

'লাগাভ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, বৃথা এবং অলাভজনক কথাবার্তা বলা বা অবিবেচকের মতো কথাবার্তা বলা, বাজে এবং অর্থহীন আর নির্বোধের মতো কথা বলা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে এমন কর্মকান্ড থেকে বারণ করেছেন যা 'লাগাভ' হয়ে থাকে।

একজন মুমিনকে নিজের আচরনের দ্বারা, অপরের সাহায্য দ্বারা এবং অপরের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা নিজের সম্মান তৈরী করার চেষ্টা করা উচিত।

অনেকেই তুচ্ছ এবং সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে বা কুরবানী করে এই আত্মপ্রসাদ নেয় যে, আমরা অনেক কিছু করে ফেলেছি, বা অনেকেই এমনও থেকে থাকে যারা কোন কুরবানী না করেই এটি মনে করে যে, আমরা কুরবানী করেছি বা অন্যের ওপর অনুগ্রহ করেছি।

প্রত্যেক মুবাল্লিগের উচিত ইহিতাস, ভুগোল, গণিত, চিকিৎসাজ্ঞান, আলাপ আলোচনার নিয়ম-কানুন, বৈঠকের আদব-কায়েদা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যা ভদ্রমানুষদের সভায় যোগদানের জন্য আবশ্যিক। এটি কোন কঠিন কাজ নয়। স্বল্প পরিমাণ পরিশ্রমেই এটি অর্জিত হতে পারে। চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে জেনে নেওয়ার পর কোন বৈঠকে অংশ গ্রহণ করা উচিত।

আমরা আহমদী যারদর দাবী হল আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) মান্য করে সঠিক ইসলামী শিক্ষা অনুসারে সে জীবন যাপন করব। অতএব, জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর দিকে চেয়ে থাকব। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করব।

মানুষ নিজেকে খোদার হাতে অর্পিত করে দেওয়াই হল উন্নতির একমাত্র পথ।

সুতরাং যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে না তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন মানুষ যারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার রক্ষা করে না তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। এমন মানুষ যারা আহমদীয়াতের কল্যাণে এখানে এসেছে কিন্তু এখানে এসে ভুলে গেছে যে, আহমদীয়াতের সুবাদেই তারা এখানে থাকার এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার পেয়েছে, এমন মানুষদের জামাতের খিদমতের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু এটি তারা ভুলে যায় এবং আপত্তিও করে অনেক সময়। এমন মানুষ ভালো ইবাদতকারীও নয় এবং বিশ্বস্তও নয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বর্ণনাকৃত বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে শিক্ষনীয় ঘটনার বর্ণনা।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি থেকে বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ এবং জামাতকে উপদেশ দান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (২৬ তবলীগ,১৩৯৫ হিজরী শামসী

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই পৃথিবীতে মানুষ অনেক কথা বৃথা এবং বিনা কারণেই বলে থাকে। অনেকেই এমন আছে যারা হাসি ঠাট্টার ছলে কাউকে কোন কথা বলে বসে এবং এর ফলে ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত হয়। অনেক সময় বিভিন্ন মিটিং বা বৈঠকে এমন সব কথা বলা হয় যা বৃথা হয়ে থাকে বা কেবল কথার খাতিরে কথা বলা হয়। অনেক সময় এমন ব্যঙ্গ বিদ্রুপ সূচক কথাও বলা হয় যার ফলে অন্যের কষ্ট হয় অথবা এমন বৃথা কথাবার্তা হয় যা কোন অর্থেই কারও জন্য কল্যাণকর হয় না। এটি সম্পূর্ণরূপে সময় নষ্ট করা বৈ আর কিছু নয়।

'লাগাভ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, বৃথা এবং অলাভজনক কথাবার্তা বলা বা অবিবেচকের মতো কথাবার্তা বলা, বাজে এবং অর্থহীন আর নির্বোধের মতো কথা বলা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে এমন কর্মকান্ড থেকে বারণ করেছেন যা 'লাগাভ' হয়ে থাকে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় খোদা তা'লার এই নির্দেশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন। তিনি (রাঃ) বলেন, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (সূরা ফুরক্বান: ৭৩) এখানে মু'মিনের লক্ষণ এটি বলা হয়েছে যে, তারা যখন কোন বৃথা কার্যকলাপ দেখে তখন সসম্মানে তা এড়িয়ে যায়। তিনি বলেন, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এখানে তিনি মহিলাদের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যে, মহিলারা সবসময় বৃথা কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, যদিও আজকাল পুরুষদের অবস্থাও এমনই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তারা বিনা কারণে অন্যদের জিজ্ঞেস করে বেড়ায় যে, এই কাপড় কত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছ, এই গয়না কোত্থেকে বানিয়েছ ইত্যাদি। এই যে, ছোট ছোট কথা এগুলোও বৃথা কাজ। এই কথাগুলো বস্তুবাদিতার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং এর কোন লাভজনক দিক নেই বরং

অনেক সময় পাশে যে সমস্ত মহিলারা বসে থাকে তাদের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। তিনি বলেন, মহিলারা যতক্ষণ এর ইতিহাস এবং আদ্যপান্ত উদঘাটন না করে তারা স্বস্তি পায় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, এক মহিলা একটি আংটি বানিয়েছিল, কিন্তু কেউ সেই আংটিরপ্রতি দৃষ্টিপাতই করেনি। সেটি খুবই আকর্ষনীয় একটি স্বর্ণের আংটি ছিল। অবশেষে সে বিরক্ত হয়ে নিজেই নিজের ঘরে অগ্নি সংযোগ করে। মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, আগুন থেকে আদৌ কিছু রক্ষা পেয়েছে কি। সে বলে যে, এই আংটি ছাড়া আর কোন কিছুই রক্ষা পায়নি। তখন এক মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করে যে, বোন! এই আংটি তুমি কবে বানিয়েছ, এটি তো খুবই সুন্দর এক আংটি। সে তখনবলে যে, তুমি যদি এই কথাটি আমাকে পূর্বে জিজ্ঞেস করতে তাহলে আমার ঘরই জ্বলতো না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই বদ অভ্যাস শুধু মহিলাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, পুরুষদেরও এমন বদ অভ্যাস রয়েছে যে, বিনা করণে অনেক সময় অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা আরম্ভ করে। যেমন সালামের পর জিজ্ঞেস করে যে, কোত্থেকে এসেছ, কোথায় যাবে, কত আয় কর। প্রশ্ন হলো, এমন বিষয়ে অন্যের নাক গলানোর প্রয়োজনই বা কী? এরপর তিনি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ইংরেজদের কথা বলেন যে, ইংরেজদের ক্ষেত্রে কখনও এটি হয় না যে, তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কোথায় চাকুরী কর, তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি, বেতন কত পাও ইত্যাদি। এভাবে খুটিয়ে খুটিয়ে কথা জিজ্ঞেস করার ধারণাই তাদের মাথায় আসে না।

(আনোয়ারুল উলুম, ১৫ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৭)

সুতরাং 'লাগাভ' শুধু এমন বিষয় নয় যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর বরং প্রতিটি অলাভজনক কথাই 'লাগাভ' এর শ্রেণীভুক্ত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় এটি এভাবেও ব্যাখ্যা করেন যে, "এমন কাজ সাধিত হওয়া যা না করলে বিশেষ কোন লাভ বা ক্ষতি হয় না" । (ইসলামী নীতি-দর্শন, রূহানী খাযায়েন খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৪৯)।

অতএব মু'মিন হওয়ার জন্য শর্ত হলো তার কথাবার্তা যেন সবসময় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় এবং সকল প্রকার বৃথা কার্যকলাপ থেকে যেন মুক্ত থাকে। কিন্তু আমরা যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখি যে, অনেক মানুষ এমন আছে যারা অকারণে কথাবার্তা বলে থাকে। এখন আরও কিছু শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তা উপস্থাপন করেছেন, আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একজন মেথর সম্পর্কে একটি চুটকি বা কৌতুক শুনাতেন। এক মেথর ছিল। সে একবার লাহোরের পাশ দিয়ে যায়। সে গ্রামের অধিবাসী ছিল, শহরের ময়ল-আবর্জনা পরিষ্কার করার অথবা মুটের কাজ করত। সে দেখলো যে, শহরে প্রচন্ড হৈ-হুল্লোড় হচ্ছে, হিন্দু এবং মুসলমান নর ও নারী সকলেই ক্রন্দনরত। সে কাউকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে। তাকে জানানো হয় যে, মহারাজা রঞ্জিত সিং মৃত্যু বরণ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই সময় শিখদের রাজত্ব ছিল আর তাদের মাঝে এমন অনেক রাজাও ছিল যাদের অনেক দুর্নাম রয়েছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই আর আমিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বারংবার শুনেছি যে, মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের রাজত্বকালে শান্তির রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি অশান্তির কারণগুলোকে অনেকটাই দূরীভূত করেছিলেন। মুসলমানদের ওপর শিখদের অত্যাচারের যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়ে থাকে সেগুলি অন্যান্য বাদশাহ্দের যুগের ঘটনা, যখন দেশের রাজত্ব ছিল বহুধা বিভক্ত, লুটপাট হচ্ছিল এবং সর্বত্র নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। রঞ্জিত সিং সর্বদা শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই করতেন এবং মুসলমানদের সাথেও অনেকটা ভালো ব্যবহার করতেন। (তিনি (রা.) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন) তার মন্ত্রীদের মাঝে মুসলমানরাও ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা, মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমাদের দাদাও তার জেনারেলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার যুগে অনেক মুসলমান বড় বড় পদে আসীন ছিল। তার কারণে দেশে যে শান্তি বিরাজমান ছিল তার ওপর দৃষ্টিপাতে আর তার পূর্বে বিরাজমান নৈরাজ্যকে স্মরণ করে সকলেই তার মৃত্যুর কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিল এবং মানুষ কাঁদছিল। সেই মেথর এই হৈ হুল্লোড় এর কারণ জিজ্ঞেস করলে কেউ তাকে বলে যে, মহারাজা রঞ্জিত সিং মৃত্যু বরণ করেছেন। এতে সে বিস্ময়ের সাথে সেই ব্যক্তির মুখের দিকে চেয়ে থাকে এবং জিজ্ঞেস করে যে, মানুষ তার মৃত্যুতে এত ব্যকুল কেন, আমার পিতার মতো মানুষ যেখানে মারা গেছে সেখানে মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের মূল্যই বা কি। এই চুটকি বা কৌতুক শুনিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, কারও কাছে যেই জিনিসের মূল্য থাকে সেই জিনিসই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেই মেথরের পিতা যেহেতু তাকে ভালোবাসতো তাই তার কাছে সে-ই প্রিয় ছিল। আর মহারাজা রঞ্জিত সিং যদিও লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করতো কিন্তু এই ব্যক্তি যেহেতু সেই লক্ষ মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিল না আর তার চিন্তা ধারার গন্ডিও যেহেতু ব্যাপক ছিল না, যার ফলে সে বুঝতে পারতো যে, দেশের কল্যাণ এবং নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর ব্যক্তিগত স্বার্থ তার সামনে কোন অর্থই রাখে না, তাই তার দৃষ্টিতে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যায়নের যোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন আমার পিতা এবং তারই মূল্যায়ন করা উচিত। তিনি যেহেতু এখন মারা গেছেন তাই মহারাজা রঞ্জিত সিং মারা গেলে কিই-বা আসে যায়।

(আল-ফজল, ৬ই জুন, ১৯৫২)

তো পৃথিবীতে নিজের প্রয়োজনের গুরুত্বের নিরিখে অনেক ছোট জিনিসও বড় হয়ে যায় আবার অনেক বড় জিনিসকেও জ্ঞান হীনতার কারণে মানুষ অবজ্ঞা করে। এক শিশুকে পরম মূল্যবান হীরা দিয়ে দিলেও সে এটির কিইবা মূল্যায়ন করবে।

সুতরাং একজন মু'মিনকে তার আচার আচরণ এবং আচার ব্যবহারের মাধ্যমে বা অন্যের কাজে আসার মাধ্যমে এবং অন্যের ওপর অনুগ্রহ করে নিজের গুরুত্ব পৃথিবীর সামনে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। তার দৃষ্টি যেন সিমীত না থাকে, কেবল তার নিকটাত্মীয়রাই যেন তার জন্য না কাঁদে বরং সে যেখানে থাকে, যে সমাজে থাকে সেখানে যেন তার এক গুরুত্ব গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। সবারই নিজস্ব এক কর্মগন্ডি আছে আর সেই গন্ডিতে কোন আহমদীর পরিচিতি বা সুপরিচিতির গন্ডি শুধু তার নিজের সত্তায়ই সীমাবদ্ধ থাকে না বা কেবল তার জন্যই কল্যাণকর হয় না বরং জামাতের জন্যও তা সুনাম বয়ে আনে আর এভাবে তবলীগের পথও উন্মোচিত হয়। পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে যে, এক আহমদী যদি নেক প্রভাব বিস্তারকারী হয় তাহলে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে যে, ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম কী, আর পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য এই যুগে ইসলামী শিক্ষাই হলো একমাত্র শিক্ষা যা প্রকৃত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। সুতরাং পৃথিবীর জ্ঞানের যে অভাব রয়েছে বা জ্ঞানশূন্যতা রয়েছে সেই জ্ঞান সৃষ্টির জন্য আমাদের সবার উচিত স্ব স্ব গন্ডিতে অবদান রাখার চেষ্টা করা।

অনেকেই তুচ্ছ এবং সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে বা কুরবানী করে এই আত্মপ্রসাদ নেয় যে, আমরা অনেক কিছু করে ফেলেছি, বা অনেকেই এমনও থেকে থাকে যারা কোন কুরবানী না করেই এটি মনে করে যে, আমরা কুরবানী করেছি বা অন্যের ওপর অনুগ্রহ করেছি। এমন লোকদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি কাউকে নিমন্ত্রণ করে আর নিজ সাধ্যের গন্ডিতে তার সেবায় কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। অতিথি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন ঘরের মালিক তার কাছে ক্ষমা চায় যে, আমার স্ত্রী অসুস্থ্য ছিলেন এবং আরও কিছু সমস্যা ছিল যে কারণে আপনার পুরোপুরি সেবা করা সম্ভব হয়নি। আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। এটি শুনে অতিথি বলেন যে, আমি জানি তুমি কোন উদ্দেশ্যে এই কথা বলছো। তোমার কথার উদ্দেশ্য হলো আমি যেন তোমার প্রশংসা করি এবং তোমার অনুগ্রহের কথা স্বীকার করি। তো এই হলো অতিথির চিন্তাধারা। সেই অতিথি বলে, কিন্তু আমার কাছে এই আশা রেখো না, বরং আমি যে অনুগ্রহ করেছি তা তোমার স্বীকার করা উচিত। মেযবান বলেন, আমার উদ্দেশ্য মোটেই এটি দেখানো নয় যে, আমি আপনার ওপর কোন অনুগ্রহ করেছি। আমি সত্যিই লজ্জিত যে, ভালোভাবে আপনার সেবা করা সম্ভব হয়নি, তবে আমার প্রতি আপনার যদি কোন অনুগ্রহ থেকে থাকে তাহলে তাও আপনি বলতে পারেন, আমি এর জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। তখন মেহমান বলে যে, তুমি যাই বল, তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা আমি জানি আর তোমার হৃদয়ে কি আছে তাও আমার জানা আছে। মেহমান তাকে বলে যে, আমাকে শুধু খাবারই খাইয়েছ এর বেশি তুমি আর কি করেছ আমার জন্য, বরং তোমার প্রতি আমার অনেক বড় অনুগ্রহ রয়েছে। তুমি তোমার এই কক্ষ বা কামরার দিকে তাকাও যে কক্ষে আমাকে বসিয়েছ অর্থাৎ এই ড্রয়িংরুম, এতে বেশ কয়েক হাজার রুপিয়ার আসবাবপত্র পড়ে আছে। তুমি যখন খাবার আনার জন্য ভিতরে গিয়েছিলে আমি চাইলে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে এই সবকিছু জ্বালিয়ে ছাঁই করে দিতে পারতাম। তুমি বল যে, আগুন লাগিয়ে দিলে এক পয়সার জিনিসও কি রক্ষা পেত? কিন্তু আমি এমনটি করিনি। আমার এই অনুগ্রহ কি কোনভাবে খাটো করে দেখার মতো? এই কথা শুনে ঘরের মালিক বলে যে, সত্যিই আপনার

অনুগ্রহ অনেক বড়, আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, আপনি আমার ঘর জ্বালিয়ে দেননি। তো দেখ! এমন মানুষও আছে যে, অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে বোঝা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে মনে করে যে, আমি এর প্রতি অনুগ্রহ করছি ।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৫৯২)

সুতরাং এক মু'মিনের অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এই ব্যক্তির মতো অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়।

এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুরুব্বী ও মুবাল্লিগদেরকে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন , হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, এক বাদশাহ্ ছিল যে কোন পীরের গভীর ভক্ত এবং অনুরক্ত ছিল আর মন্ত্রীকে বলতো যে, আমার পীরের সাথে সাক্ষাৎ কর। কিন্তু মন্ত্রী যেহেতু তার পীরের স্বরূপ জানতো তাই তাকেএড়িয়ে চলতো। অবশেষে একদিন পীরের কাছে যাওয়ার সময় বাদশাহ্ মন্ত্রীকেও সাথে নিয়ে যায়। পীর সাহেব বাদশাহ্কে সম্বোধন করে বলে যে, বাদশাহ্ সালামত! ধর্মসেবা বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। আলেকযান্ডার বাদশাহ্ ইসলামের অনেক সেবা করেছেন যার ফলেআজ পর্যন্ত তিনি সুখ্যাতি রাখেন। পূর্বেও অন্য কোন বরাতে আমি এটি বর্ণনা করেছি। এটি শুনে মন্ত্রী বলেন যে, দেখুন হুযূর! পীর সাহেব ওলী হওয়ার পাশাপাশি ইতিহাসেরও অনেক জ্ঞান রাখেন। আলেকযান্ডার তো ইসলামের অনেক পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন আর পীর সাহেব তার কথাই বলছেন। অর্থাৎ পীর সাহেব কেবল ওলীআল্লাহ্ই নন বরং মনে হচ্ছে তিনি অনেক বড় ঐতিহাসিকও কেননা তিনি নতুন ইতিহাস গড়ছেন। এর ফলে বাদশাহ্র হৃদয়ে পীরের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই কাহিনী বর্ণনা করার পর বলতেন যে, বৈঠকে আলোচিত বিষয়ের জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে মানুষ অন্যদের দৃষ্টিতে হেয় বা তুচ্ছ প্রমাণিত হয়। একইভাবে সভার নিয়ম কানুন বা আদবেরও জ্ঞান থাকা চাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন পরামর্শ সভা চলাকালে এক বড় আলেম যদি সেখানে গিয়ে সবার সামনে শুয়ে পড়ে তাহলে কেউ তার জ্ঞানের ভ্রুক্ষেপ করবে না বরং মানুষের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। তাই যে সভাই হোক না কেন বাযেমন সভাই হোক না কেন বা বৈঠক বসুক না কেন এক মুবাল্লিগ এবং মুরুব্বী যখন সেই সভায় যাবে তার সেই সভার বা বৈঠকের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই প্রত্যেক মুবাল্লিগের ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, চিকিৎসা শাস্ত্র, কথা বলার রীতি নীতি, বৈঠকের নিয়ম কানুন ইত্যাদির অন্তত পক্ষে ততটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক যতটা ভদ্রলোকের বৈঠকে অংশ গ্রহণের জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে। এটি কঠিন কিছু নয়। স্বল্প পরিশ্রমেই তা হস্তগত হতে পারে। তাই জ্ঞানের সব শাখার প্রারম্ভিক পুস্তক-পুস্তিকা পড়ে নেয়া উচিত।

(আনোয়ারুল উলুম, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮৪-৫৮৫)

এছাড়াও আজকাল আমাদের মুরুব্বী ও মুবাল্লিগদের বর্তমান যুগের অবস্থা অনুসারে প্রশ্ন করা হয় বা কারেন্ট এফেয়ার্স সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়। আর অনেক সময় যেহেতু রীতিমত পত্র পত্রিকা পড়া হয় না তাই জ্ঞান থাকে না বা খবরও শুনে না তাই জ্ঞান রাখে না অথবা কোন বিষয়ে যেহেতু গভীরে অবগাহন করা হয় না তাই অনেক সময় বৈষয়িক মনমানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিদের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। অনেক স্থান থেকে এমন অভিযোগও চলে আসে। তাই চলমান ঘটনাবলীর জ্ঞান রাখা আর যেই সভায় যায় সেই সভা সংক্রান্ত কিছুটা জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করে যাওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি বলতেন যে, "এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। সেই ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ তাদের উভয়ের মাঝে বন্টন করে দেয়। ছোট ছেলে তার সকল সম্পদ নিয়ে সুদূর কোন এলাকায় চলে যায় আর পুরো সম্পদ অপকর্মে উড়িয়ে দেয়। অবশেষে সে কোন ব্যক্তির রাখাল নিযুক্ত হয়। তার সবকিছু হারিয়ে যায়। শেষে তাকে শ্রমিকের কাজ করতে হয়। এই অবস্থায় সে চিন্তা করে যে, আমার পিতার ঘরে কত এমন শ্রমিক রয়েছে যারা বেহিসাব খাবার খাচ্ছে আর আমি এখানে ক্ষুধায় মারা যাচ্ছি এমনকি মজদুরি করা সত্ত্বেও ক্ষুধায় মারা যাচ্ছি। তাই পিতার কাছে গিয়ে আমি এটি কেন বলি না যে, আমাকেও শ্রমিক বা মজদুর হিসেবে নিযুক্ত করুন। এরপর সে তার পিতার কাছে যায়। পিতা তাকে দেখে খুবই আনন্দিত হয় এবং তাকে বুকে টেনে নেয় আর চাকরদেরকে বলে যে, মোটা তাজা বাছুর এনে জবাই কর যেন আমরা তা খেয়ে উপভোগ করতে পারি। তার দ্বিতীয় ছেলে যখন আসে, যাকে সম্পদ দেওয়া হয়েছিল এবং যে ভালো ব্যবসা করছিল, এটি দেখে তার খুবই মন খারাপ হয় যে, সে সবকিছু উড়িয়ে বা নষ্ট করে এসেছে অথচ তার এত সেবা যত্ন হচ্ছে। সে তার পিতাকে বলে যে, আমি এত বছর ধরে আপনার সেবা করছি, কোন সময় আপনার নির্দেশের বাইরে যাইনি, কিন্তু আপনি কখনও একটি ছাগলের বাচ্চাও এই মর্মে দেননি যে, বন্ধুদের সাথে এটি উপভোগ কর। কিন্তু আপনার এই ছেলে যে আপনার পুরো সম্পদ বিলাসিতায় নষ্ট করে এসেছে তার জন্য আপনার পালিত বাছুর জবাই করিয়েছেন।তার পিতা তখন বলেন যে, তুমি সবসময় আমার কাছে আছ, আমার যা কিছু সবই তোমার কিন্তু তোমার এই ভাইয়ের আগমনকে আমরা এজন্য উদযাপন করছি যে, সে মৃত ছিল, এখন জীবন ফিরে পেয়েছে এবং হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তাকে ফিরে পেয়েছি। সুতরাং কোন ব্যক্তি, যে ভুল করে আর ভুলের পর সে যখন আল্লাহ্র দরবারে ফিরে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে আর অনুশোচনা করে তখন আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এমন ব্যক্তির তওবা গ্রহণ করেন এবং পূর্বের চেয়ে অধিক হারে তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা- ৩৭৫)

সুতরাং এক মু'মিন যে চায় যে, খোদা তালাও আমার সাথে এমন ব্যবহার করুন তারও উচিত সে যেন খোদার এই বৈশিষ্টাবলী ধারণ, গ্রহণ এবং অবলম্বন করে। যেখানে সে দেখে যে, তার ভাই, এমন ভাই যারা কোন ভুল ত্রুটি করেছে, যদি প্রকৃত আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা চাইতে আসে এবং ভুল ত্রুটি স্বীকার করে তাহলে তাদের মার্জনা করা উচিত, একই সাথে তাদের জন্য দোয়াও করা উচিত। আর যারা ক্ষমা চায় না তাদের জন্যও দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও আর আমাদেরও ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকেও মার্জনা করুন। মানুষের চরিত্র সবসময় সুদৃঢ় এবং উন্নত হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, কখনও এক প্রকার আচরণ করব আর কখনও ভিন্ন আচরণ করব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, "এক রাজা একবার বেগুন খেয়ে খুবই তৃপ্তি পায়। অনেকেই এই গল্প শুনে থাকবেন। দরবারে এসে সে বলে যে, বেগুন কতই না ভালো জিনিস। রাজার এক মুসাহেব বা সহচর ছিল, তখন সেও বেগুনের প্রশংসা আরম্ভ করে। সে বলে যে, বাকি কথা তো বাদই দিলাম এটির চেহারা দেখুন কত সুন্দর। আর মাথা এমন যেন কোন পীর সবুজ পাগড়ী পরে রেখেছে। আর তার নিলাভ পোষাকের সামনে আকাশের রঙও যেন ম্রিয়মান। আর গাছের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে এমন মনে হয় যেন কোন যুবরাজ দোল খাচ্ছে। সে এইভাবে বেগুনের প্রশংসা করতে থাকে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বেগুনের যত উপকারি দিক ছিল তার প্রতিটি সে বর্ণনা করে। এসব কথা শুনে রাজার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং কিছুদিনপর্যন্ত সে কেবল বেগুনই খেতে থাকে। বেগুন যেহেতু গরম হয়ে থাকে তাই কষ্ট আরম্ভ হয় এবং রাজা অসুস্থ্য হয়ে যায়। এরপর একদিন রাজা বলে যে, বেগুন খুবই বাজে জিনিস। তখন সেই মোসাহেব বা সহচরও বেগুনের কুৎসা আরম্ভ করে। সে বলে যে, এর চেহারা দেখুন কত কুৎসিত এবং কালো আর পা নীল। এরচেয়ে বেশি আর কি বলা যেতে পারে যে, কেউ যেন তাকে উল্টো লটকিয়ে রেখেছে যেভাবে ফাঁসিতে লটকানো হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন , হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন প্রত্যেক জিনিসেরই উপকারী এবং অপকারী উভয় দিকই থেকে থাকে। তো সেই মোসাহেব বা সহচরও তখন চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক থেকে বেগুনের যত ক্ষতিকর দিক আছে তার সবই উল্লেখ করে। তখন তার পাশে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলে যে, ব্যাপার কি, সেদিন তো বেগুনের বড় প্রশংসা করছিলে আর আজ এর কুৎসা করছো। অন্তত পক্ষে সত্য কথা বলা শিখ। সেই সহচর তখন উত্তর দেয় যে, আমি রাজার চাকর, বেগুনের চাকর নই।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা- ৭৭-৭৮)

আজকের মুসলমান বিশ্বে সচরাচর এমনটিই চোখে পড়ে আর এদেরকে দেখে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। চরিত্রের দিক থেকে বাআচার আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচে য় উন্নত চরিত্র মুসলমানের হওয়া উচিত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ এরা চরিত্রের দিক থেকে সবচেয়ে হীন এবং সবচেয়ে অধঃপতিত। সত্যের ওপর অবিচল থাকার তো প্রশ্নই উঠে না বরং এরা যেখানেই স্বার্থ দেখে এমন লোকদেরই পথপানে চেয়ে থাকে, তা সে কোন নেতা হোক বা কোন সাধারণ মানুষই হোক না কেন। সত্যের ওপর অবিচল থাকার দাবি হলো সঠিক এবং ভ্রান্তকে সামনে রেখে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরামর্শ দেওয়া এবং কোন মতামত ব্যক্ত করা।

এরপর আমি আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করছি, খোদার সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপনের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে, আল্লাহ্র সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনই সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে আর এই সম্পর্ক দৃঢ় হয় তাক্বওয়া বা খোদাভীতির

ফলে। আমরা আহমদীরা, যাদের দাবি হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে আমরা সঠিক ইসলামী শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করব, আমাদের এই জীবনের জন্য সর্বাবস্থায় খোদার দিকেই আমাদের চেয়ে থাকা উচিত, খোদাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত, তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। আমাদের সাফল্য কখনও জাগতিক কথাবার্তায় আসতে পারে না। সুতরাং আমাদের মাঝে যদি তাক্বওয়া এবং খোদাভীতি থাকে, আমরা যদি নিজেদের হৃদয়ে খোদাভীতি এবং তাক্বওয়া সৃষ্টি করি তবেই আমরা সাফল্য পাব। এমনটি যদি হয় তাহলে ফিরিশতারা আমাদের চলার পথকে সুগম করবে, ইনশাআল্লাহ্।

অতএব আমাদের সবার এটি ভাবা উচিত যে, আমাদের তাক্বওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে এবং খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। দুনিয়াদার মানুষের সাথে সম্পর্ক যেখানে একজন জগৎ পুজারীর জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক তার চেয়ে হাজার বরং লক্ষ গুণ বেশি উপকারী হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি গল্প বা কাহিনী বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি কোন সফরে যাত্রার পূর্বে কাজীর কাছে কিছু রুপিয়া আমানতস্বরূপ রেখে যায়, দীর্ঘ দিন পর ফিরে এসে সে যখন রুপিয়া ফেরত চায়, কাজীর নিয়্যত বদলে যায়, সে বলে যে, মিঞাঁ বিবেক বুদ্ধি খাটাও, কোন রুপিয়ার কথা বলছ, আমার কাছে কখন রুপিয়া রাখিয়েছ? তার কাছে লিখিত কোন প্রমাণ ছিল না, কেননা সে মনে করতো যে, কাজী সাহেবের ব্যক্তিত্বই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। কাজী সাহেব বলে, যদি কোন রুপিয়া রেখে গিয়ে থাক তাহলে প্রমাণ নিয়ে আস, কোন রশীদ দেখাও বা কোন স্বাক্ষী নিয়ে আস। সে স্মরণ করানোর অনেক চেষ্টা করে কিন্তু কাজী বলে যে, কিছুই রাখনি, তোমার কাণ্ড-জ্ঞান হারিয়ে গেছে, কোন রুপিয়া রেখে যাও নি। অবশেষে সে ব্যক্তি বাদশাহ্‌র কাছে অভিযোগ করে, বাদশাহ্ বলে, আমি বিচার বিভাগীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার পক্ষে কিছুই করতে পারব না, তোমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিতে আমি বাধ্য, কেননা লিখিত কোন প্রমাণ নেই আর স্বাক্ষীও নেই, হ্যাঁ, একটি কৌশল তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তা থেকে তোমার উপকার হতে পারে, অমুক দিন আমার শোভাযাত্রা বের হবে আর কাজীও তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, বাদশাহ্ শহরে ঘুরবেন। তুমিও তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে যাবে, আমি তোমার কাছে পৌঁছে তোমার সাথে অকৃত্রিমভাবে কথা-বার্তা বলব যে, তুমি আমার সাথে দেখা করতে কেন আসনি, কত দিন সাক্ষাত হয়নি, এ ধরণের কথা বলব। আর তুমি আমাকে বলো যে, কিছু দুঃশ্চিন্তা ছিল, সমস্যা ছিল, তাই উপস্থিত হতে পারি নি। সেই ব্যক্তি আসলে এমনই করে, শোভাযাত্রার দিন সে কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, বাদশাহ্ আসেন এবং কাজী সাহেবের পরিবর্তে সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কথা বলা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, তুমি চলে গিয়েছ, দীর্ঘ দিন থেকে স্বাক্ষাৎ হয়নি, সফরের পুরো বৃত্তান্ত সে শুনায়, এরপর বাদশাহ্ বলে যে, ফিরে এসে কেন দেখা কর নাই, সে বলে যে, কিছু সমস্যা ছিল, কিছু উসুল ইত্যাদির কাজ ছিল, বাদশাহ্ তাকে বলে যে, না তোমার তবুও দেখা করা উচিত ছিল, ঘন ঘন স্বাক্ষাতের জন্য এসো। এরপর বাদশাহ্‌র শোভাযাত্রা যখন চলে যায় তখন কাজী সাহেব সেই ব্যক্তিকে বলে যে. মিঞাঁ কথা শোন, তুমি সেদিন আমার কাছে এসেছিলে আর কোন আমানতের কথা বলছিলে, আমি এখন বয়ঃ বৃদ্ধ মানুষ, স্মৃতি শক্তি খুব একটা কাজ করে না, আমাকে কিছু বুঝাও, স্মরণ করাও, তাহলে মনে পড়তে পারে। পূর্বে কাজী সাহেবের সাথে যেই সব কথা হয় সেই ব্যক্তি সেই সব কথারই পুনরাবৃত্তি করে। কাজী সাহেব তখন বলে আচ্ছা, অমুক ধরণের থলি ছিল তোমার যা আমার কাছে পড়ে আছে, এসে নিয়ে যাও, আর এনে তাকে রুপিয়া দিয়ে দেয়। এই কাহিনী শুনিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এই পৃথিবীর বিরোধিতার কিসের ভয়, বড় থেকে বড় কোন জেনারেলও তরবারী বা গুলি ইত্যাদি দ্বারাই ক্ষতি সাধন করতে পারে কিন্তু এসব কিছু আমাদের খোদার, যদি তিনি বলেন যে, এভাবে আঘাত করো না তাহলে কে করতে পারে? সুতরাং বান্দার খোদার সাথেই বন্ধুত্ব করা উচিত, তাঁকেই ভালোবাসা উচিত, ভয় বা মারা যাওয়া বা মেরে ফেলাতে কিছু যায় আসে না উন্নতির রহস্য হলোনিজেকে খোদার হাতে সপর্দ করা আর তিনি যে দিকে নিয়ে যেতে চান সেদিকে ধাবিত হওয়া।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা- ২৭৪-২৭৫)

একজন প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রকৃত মু'মিনের তুলনা করতেন সত্যিকার বা প্রকৃত বন্ধুর সাথে, তিনি বলতেন যে, কোন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল, তার ছেলের কিছু ভবঘুরে এবং ভুন্ডেল বন্ধু ছিল। তার পিতা তাকে বুঝায় যে, এরা তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়, এরা শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে তোমার কাছে আসে, নতুবা তাদের একজনও এমন নেই যে, তোমার প্রতি বিশ্বস্ত কিন্তু সেই ছেলে পিতাকে উত্তর দেয় যে, মনে হয় যেন আপনি জীবনে কোন সত্যিকার বন্ধু পান নি, তাই সবার সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করেন। আমার বন্ধুরা এমন নয়, তারা পরম বিশ্বস্ত, আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও তারা প্রস্তুত। পিতা তাকে বুঝান যে, সত্যিকার বন্ধু পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। পিতা বলেন, সারা জীবনে আমি একজন মাত্র সত্যিকার বন্ধু পেয়েছি। কিন্তু সেই ছেলে তার হঠকারিতায় ছিল অনড়। কিছু দিন পর সে পিতার কাছে খরচের কিছু টাকা চায়, পিতা বলে যে, আমি তোমার খরচ চালাতে পারব না, তোমার বন্ধুদের কাছে চাও, আমার কাছে এখন কিছুই নেই। সত্যিকার অর্থে পিতা ছেলের বন্ধুদের পরীক্ষা নেয়ার কোন সুযোগ সন্ধান করছিলেন। পিতা যখন না করে দেন আর তার সব বন্ধুরা এটি অবগত হয় যে, ঘর থেকে তাকে না করে দেয়া হয়েছে তখন বন্ধুরা তার কাছে আসা যাওয়া বন্ধ করে দেয়, মেলা-মেশা ছেড়ে দেয়। অবশেষে নিরুপায় হয়ে এই ছেলে নিজেই বন্ধুদের সাথে স্বাক্ষাতের জন্য তাদের ঘরে যায়। কিন্তু যেই বন্ধুর দরজায় ই কড়া নাড়তো সে ভিতর থেকে সংবাদ পাঠাতো যে, ঘরে নেই, কোথাও বাহিরে গিয়েছে বা সে অসুস্থ এখন দেখা করা সম্ভব নয়। এভাবে সে সারা দিন ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কোন বন্ধু তার সাথে দেখা করার জন্য বাহিরে আসে নি, অবশেষে সন্ধ্যা বেলা বাসায় ফিরে আসে। পিতা তখন জিজ্ঞেস করেন যে, বন্ধুরা কি উত্তর দিয়েছে। সে বলে যে, সবাই হারাম খোর, অকৃতজ্ঞ, কেউ কোন বাহানা করেছে, কেউ কোন অযুহাত। পিতা বলেন আমি কি তোমাকে পূর্বেই এটি বলিনি যে, এরা বিশ্বস্ত নয়। ভাল হয়েছে, তোমরাও একটা অভিজ্ঞতা হলো, এসো এখন আমার বন্ধুর সাথে তোমার সাক্ষাৎ করাই। এরপর তারা পাশেই এক জায়গায় যায় যেখানে তার এক বন্ধু বসবাস করতো। সেই বন্ধু কোন জায়গায় সিপাহী হিসেবে কাজ করত। পিতা-পুত্র উভয়ে তার ঘরে পৌঁছে দরজারকড়া নাড়ে। ভিতর থেকে আওয়াজ আসে যে আমি আসছি। অনেক দেরী হয়ে যায় কিন্তু দরজা খোলার জন্য কেউ আসেনি। তখনছেলের হৃদয়ে বিভিন্ন চিন্তাধারার উদয় হতে থাকে, সে তার পিতাকে বলে যে, আব্বু ! মনে হয় আপনার বন্ধুও আমার বন্ধুদের মতই।তিনি বলেন যে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। এরপর আরও কিছুটা সময় কেটে যায়। এরপর দরজা খুলে সেই বন্ধু যখন বাহিরে আসে তখনতার গলায় একটি তরবারী ঝুলছিল, এক হাতে ছিল একটি থলি আর অন্য হাতে ছিল স্ত্রীর বাহু। দরজা খুলতেই সে বলে যে, আমায় ক্ষমা করবেন, আপনার কষ্ট হয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি আসতে পারি নি, দ্রুত আসতে না পারার কারণ হলো, আপনি যখন কড়া নেড়েছেন আমি বুঝতে পেরেছি যে, নিশ্চয় কোন ব্যাপার বা বিশেষ কোন কারণ আছে যে কারণে আপনি নিজেই এসেছেন নতুবা আপনি কোন চাকরকেও পাঠাতে পারতেন। আমি যখন দরজা খুলতে চাইলাম তখন হঠাৎ করে আমার মনে পড়লো যে, হয়তো কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমার কাছে এই তিনটি জিনিসই ছিল, একটি তরবারী আর একটি থলি যাতে আমার এক বছরের খরচ রয়েছে, কয়েকশত রুপিয়া আছে, আর আমার স্ত্রী এজন্য এসেছে যে, আপনার ঘরে হয়তো কোন সমস্যা হয়েছে তাই সে খিদমতের জন্য এসেছে। আরদেরী হওয়ার কারণ হলো আমার এই থলিটি মাটির নিচে পুঁতে রাখা ছিল যা বের করতে সময় লেগেছে। এরপর ভাবলাম যে, হয়তো এমন কোন সমস্যার উদয় হয়েছে যেখানে কোন সাহসী ব্যক্তি কাজে আসতে পারে তাই তরবারী সাথে নিয়ে এসেছি যে, জীবনের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার জীবন যেন উৎসর্গ করতে পারি। এরপর আমি ভাবলাম যে, যদিও আপনি সম্পদশালী কিন্তু হয়তো এমন কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে যার ফলে আপনার সকল সম্পদ হারিয়ে গেছে আর আমি হয়তো রুপিয়ার মাধ্যমে আপনার সাহায্য করতে পারি, এ কারণেই এই থলি সাথে এনেছি। এরপর ভাবলাম যে রোগ ব্যাধি মানুষের নিত্য সাথী, হতে পারে আপনার ঘরে বা আপনার স্ত্রীর কোন সমস্যা হতে পারে, তাই আমার স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে এসেছি যেন সে সেবা করতে পারে। সেই সম্পদশালী ব্যক্তি বলে যে, হে আমার বন্ধু! আমার এখন কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই আর আমি এমন কোন সমস্যারও সম্মুখীন নই বরং আমি কেবল আমার ছেলেকে শেখাতে নিয়ে এসেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এটিই হলো প্রকৃত বন্ধুত্ব আর এর চেয়েও ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব মানুষের আল্লাহ্‌র সাথে স্থাপন করা উচিত এবং নিজ প্রাণ, সম্পদ এবং যা আছে তার সব কিছু উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এক বন্ধু যেভাবে কখনও মানায় আবার কখনও মানে, অনুরূপভাবে মানুষের জন্য আবশ্যক হলো আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে এবং স্ব তস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্ তা'লার পথে ত্যাগ স্বীকার অব্যাহত রাখা। খোদা তা'লা আমাদের

কত কথা মানেন। দিবা-রাত্র আমরা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতকে ভোগ করি। তিনি আমাদের আরাম এবং প্রশান্তির জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেই সব আমরা ব্যবহার করি। কোন্ অধিকার বলে আমরা এগুলোকে উপভোগ করছি বা ভোগ করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কত বাসনা পূর্ণ করেন। দু'একবার আমাদের বাসনা পরিপন্থি কিছু হলে মানুষ খোদা সম্পর্কে কত ঘৃণ্য কু-ধারণা পোষণ করা আরম্ভ করে। আসল বিষয় হলো, স্বাচ্ছন্দ্য হোক বা অস্বাচ্ছন্দ্য আর সুখ হোক বা দুঃখ সর্বাবস্থায় স্থির এবং অবিচল থাকা উচিত, সে যেন দ্যোদুল্যমান না হয়।

সুতরাং যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে না তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন মানুষ যারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার রক্ষা করে না তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। এমন মানুষ যারা আহমদীয়াতের কল্যাণে এখানে এসেছে কিন্তু এখানে এসে ভুলে গেছে যে, আহমদীয়াতের সুবাদেই তারা এখানে থাকার এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার পেয়েছে, এমন মানুষদের জামাতের খিদমতের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু এটি তারা ভুলে যায় এবং আপত্তিও করে অনেক সময়। এমন মানুষ ভালো ইবাদতকারীও নয় এবং বিশ্বস্তও নয়। বিশ্বস্ততা তো, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য, সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থায় এর উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। খোদা তা'লার জন্য সর্বাবস্থায় এবং সর্বদা তাঁর দ্বারে উপস্থিত থেকে কুরবানীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা উচিত।

নবীগণ এবং খোদার বান্দাদের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের দাবি রক্ষাকারী যেই ব্যক্তির ঘটনা আমি এই মাত্র শুনিয়েছি তা কিভাবে প্রযোজ্য হয় তাও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খুব সুন্দরভাবে এবং চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন। যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে যুক্তি প্রমাণ চাওয়া হয় না, সেখানে মানুষ প্রথমে আনুগত্যের ঘোষণা দেয় এরপর চিন্তা করে যে এই নির্দেশ আমি কিভাবে পালন করতে পারি। নবীদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। খোদার প্রথম বাণী যখন নাযিল হয় তখন তাদের হৃদয়ে খোদা প্রেম এমন পর্যায়ে উপনীত থাকে যে, তারা কোন যুক্তি প্রমাণ দাবি করে না আর খোদার বাণী যখন তাদের কানে পৌঁছে তারা এ কথা বলেন না যে, হে খোদা! তুমি কি আমাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছ, কোথায় আমরা আর কোথায় এই কাজ, বরং তারা বলে যে, হে আমাদের প্রভু! খুব ভাল কথা এবং এটি বলেই সেই কাজের জন্য দন্ডায়মান হয়ে যায়, এরপর চিন্তা করে যে, এখন কি কর্মপন্থা হওয়া উচিত। মহানবী (সা.) এটিই করেছেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও সেই রাতে এটিই করেছেন যে রাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন যে, উঠ এবং পৃথিবীর হিদায়াতের জন্য দন্ডায়মান হও। আর তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দন্ডায়মান হন এবং এরপর চিন্তা আরম্ভ করেন যে, এ কাজ কিভাবে সাধিত হতে পারে। সুতরাং আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন এটি বলছিলেন, তখন পঞ্চাশ বছর ছিল কিন্তু আজকে এই কথার প্রায় ১২৫ বছর কেটে গেছে বরং ১২৬ বা ১২৭ বছর হবে। তিনি (রা.) বলেন, আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বের সেই ঐতিহাসিক রাত যা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্বাচনের জন্য সফল অস্ত্র প্রমাণিত হবে, যা ভবিষ্যৎ জগতের জন্য প্রথম রাত এবং প্রথম দিন আখ্যা পাওয়ার কথা, সেই রাতের কথা যদি আমারা চিন্তা করি তাহলে আমাদের হৃদয় এই আনন্দকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবে, আমাদের কয়জন এমন আছে যারা চিন্তা করে যে, এই আনন্দ কোন্ বিশেষ মূহুর্তে বা কি কারণে তারা লাভ করেছেন। অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন তাদের জন্য এই আনন্দ এবং প্রশান্তি পূর্ণ মহেন্দ্রক্ষণের ফসল। কোন রাতের পর তাদের জীবনে সফলতার এই দিন উদিত হয়েছে। অনেকেই তো মসীহ্ মওউদের অপেক্ষায় এই পৃথিবী থেকে চলে গেছে কিন্তু যারা গ্রহণ করেছে এবং গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে তারা এইভাবে চিন্তা করে যে, এই আনন্দ, এই প্রশান্তি, এই সফলতা এবং এই সাফল্য সেই বিশেষ মূহুর্ত এবং রাতের কল্যাণে লাভ হয়েছে যখন এক নিঃ সঙ্গ বান্দা যিনি পৃথিবীর দৃষ্টিতে তুচ্ছ এবং সমস্ত জাগতিক উপায় উপকরণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন তাকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, উঠ এবং পৃথিবীর হিদায়তের জন্য দন্ডায়মান হও। তিনি উত্তর দেন যে, হে আল্লাহ্! আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এই ছিল সেই বিশ্বস্ততা, এটি ভালোবাসার সেই পরম বহিঃ প্রকাশ ছিল যেটিকে খোদা তা'লা গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়েছেন এবং নিজ অনুগ্রহে তা গ্রহণ করেছেন। হাসি এবং ক্রন্দন উভয়টি খোদা তা'লারসত্তার ক্ষেত্রে অকল্পনীয়, খোদা হাসেনও না কাঁদেনও না কিন্তু ভালোবাসার সংলাপে, ভালোবাসার আলাপচারিতায় এমন কথা এসেই যায়,যেভাবে হাদীসেও আছে যে, এক সাহাবী আতিথ্য করেন খোদা তা'লা তাদের কাজে আনন্দিত হন এবং হাসেন। যাহোক তিনি বলেন, খোদারও যদি কাঁদার রীতি থাকতো তাহলে আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেছিলেন যে, আমি তোমাকে পৃথিবীর সংশোধনের জন্য দন্ডায়মান করছি এবং তিনি (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়িয়ে যান আর তিনি ভাবেনও নি যে, এ কাজ আমার হাতে কিভাবে সাধিত হতে পারে যদি তখন খোদার জন্য কাঁদার রীতি থাকত তাহলে আমি নিশ্চিত জানি যে, খোদা কেঁদে উঠতেন আর খোদার জন্য যদি হাসার রীতি থাকত তাহলে অবশ্যই তিনি হেসে উঠতেন। তিনি হাসতেন এই নির্বুদ্ধিতা প্রসূত দাবির কারণে যে, সাড়া পৃথিবীর মোকাবেলার দাবি করছে এক দুর্বল এবং অক্ষম বান্দা, আর তিনি কাঁদতেন সেই ভালোবাসার প্রেরণা দেখে যা সেই নিঃসঙ্গ এবং সহায় সম্বলহীন ব্যক্তি প্রকাশ করে। প্রকৃত বন্ধুত্বই খোদার দরবারে গৃহিত হয়েছে। অতএব সত্যিকার বন্ধুত্বই অর্থাৎ এমন প্রকৃত বন্ধুত্বই পৃথিবীতে কাজে আসে। দুই বন্ধুর যে ঘটনা আমি শুনিয়েছি সেই ধনী এবং দরিদ্র ব্যক্তির এরপর তিনি (রা.) সেটি বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বলেন, পৃথিবীর মানুষের ভাষায় এটি বন্ধুত্বের এক মহান দৃষ্টান্ত যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এমন আন্তরিকতা দেখে মানুষ হৃদয়ে এক প্রবল উত্তেজনা অনুভব না করে পারে না কিন্তু এই বন্ধুত্বেরই বহিঃপ্রকাশ সেই বন্ধুত্বের মোকাবেলায় কিছুই নয়, যা নবী আল্লাহ্ তা'লার জন্য প্রকাশ করে থাকেন। সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে থাকে সমস্যা, সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় আর প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্যায় জর্জরিত হতে হয়। সুতরাং নবীরা খোদাকে এমনই উত্তর দেন বরং তার চেয়েও অনেক মহান হয়ে থাকে যা সেই দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তিকে দিয়েছেন। আমরা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি তাকাই আর যুক্তির নিরিখে যদি তার সম্পর্কে ভাবি,তাহলে সেই দরিদ্র ব্যক্তির আচরণ হাস্যকর মনে হয়, কেননা সেই ধনী ব্যক্তির সহস্র সহস্র কর্মচারী ছিল, তাদের বর্তমানে তার স্ত্রী অতিরিক্ত কি সেবা দিতে পারত। এছাড়া তার লক্ষ লক্ষ রুপিয়া ছিল একশত বা দেড় শত রুপিয়ার থলিতে তার কিইবা লাভ হওয়া সম্ভব ছিল। আর তার অনেক পাহাড়াদার এবং হিফাযতকারী ছিল এই ব্যক্তির তরবারী তাকে কি অতিরিক্ত নিরাপত্তা দিতে পারত। কিন্তু ভালোবাসার আতিশয্যে সে এটি চিন্তা করেনি যে, আমার তরবারী কি কাজে দেবে, আমার সামান্য রুপিয়া নিলে কি লাভ হবে, আমার স্ত্রী কিইবা সেবা করবে, সে শুধু এটিই চিন্তা করেছে যে, আমার কাছে যা কিছু আছে তা-ই আমার উপস্থাপন করা উচিত। তো ভালোবাসার পরম আবেগ যখন মাথাচাড়া দেয় বিবেক সেখানে কোন কাজে আসে না, ভালোবাসা বিবেককে তখন ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর ভালোবাসা দুঃশ্চিন্তাকেও দূরে ছুঁড়ে ফেলে এবং ভালোবাসা বা প্রেম নিজে তখন সামনে এসে যায়। যেভাবে চিল যখন মুরগী ছানার ওপর হামলা করে মুরগী ছানাকে একত্রিত করে নিজ ডানার নিচে লুকিয়ে রাখে, অনেক সময় ভালোবাসা মানুষের হাতে এমন কাজ করায় যে, দুনিয়ার মানুষ সেটিকে উন্মাদনা প্রসূত কাজ আখ্যায়িত করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে সেই উন্মাদনা পৃথিবীর সকল বিবেক বুদ্ধির চেয়ে বেশি মূল্যবান হয়ে থাকে, পৃথিবীর সকল বিবেক বুদ্ধি এক উন্মাদনা প্রসূত কাজের জন্য উৎসর্গ করা যেতে পারে। প্রকৃত বিবেক বুদ্ধি সেটিই যা ভালোবাসার ফলে প্রকাশ পায়, এটি স্মরণ রাখার মত কথা, প্রকৃত বিবেক-বুদ্ধি সেটিই যা ভালোবাসার ফলে সৃষ্টি হয়। নবী যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই আওয়াজ পান যে, আল্লাহ্ তা'লা আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, খোদা তা'লা সম্মান এবং মাহাত্মের স্রষ্টা, খোদা তা'লাবাদশাহ্দের ফকির আর ফকিরদের বাদশাহ্র আসনদাতা খোদা, তিনি রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা বা রাজত্ব ধ্বংসকারী খোদা, তিনি সম্পদ দাতা এবং সম্পদ প্রত্যাহারকারী খোদা, তিনি জীবিকা দাতা এবং জীবিকা প্রত্যাহারকারী খোদা, তিনি আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণুএবং পুরো বিশ্ব জগতের খোদা। তিনি এক দুর্বল ও অক্ষম মানুষকে আওয়াজ দেন যে, আমি সাহায্যের মুখাপেক্ষি, আমাকে সাহায্য কর তখন সেই দুর্বল এবং উপায়হীন বা নিরুপায় ব্যক্তি যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন না, তিনি এই কথা বলেন না যে, হুযূর! কি বলছেন, আল্লাহ্ তা'লা কি সাহায্যের মুখাপেক্ষি, হে আল্লাহ্ তুমিই কি সাহায্যের মুখাপেক্ষি, তুমি তো আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা, আর আমি কাঙ্গাল, দরিদ্র এবং অক্ষম মানুষ, আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, সে এসব কথা বলে না বরং সেই দুর্বল, অক্ষম এবং জীর্ণ দেহ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে যায় আর বলে যে, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। কে আছে, যে এই আবেগের গভীরতার কথা ধারণাও করতে পারে শুধু সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে এই প্রেমের স্বাদ কিছুটা হলেও পেয়েছে। তিনি বলেন, আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে তখন ছিল ৫০ বছর পূর্বে কিন্তু আজকের নিরিখে ১২৬ বছর পূর্বে একই খোদা পুনরায় এই আওয়াজ উত্তোলন করেন এবং কাদিয়ানের নিভৃত এক কোণে বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে বলেন যে, আমার সাহায্যের প্রয়োজন,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 31 March 2016 Issue No. 4

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

আমাকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করা হয়েছে আর পৃথিবীতে আমার কোন সম্মান নেই, পৃথিবীতে আমার নাম নেয়ার কেউ নেই, আমি সহায় সম্বলহীন এক অসহায় সত্তা, হে আমার বান্দা!আমাকে সাহায্য কর। তখন সেই বান্দা এই কথা চিন্তা করেননি যে কে কথা বলছেন আর যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে কে, তার যুক্তি বা বুদ্ধি এই প্রশ্ন উঠায়নি যে, যিনি আমাকে ডাকছেন তঁার কাছে সর্বশক্তি রয়েছে, আমি কিভাবে তাকে সাহায্য করতে পারি? তার প্রেম তার হৃদয়ে এক অগ্নি সঞ্চার করে অর্থাৎ যখন খোদার পয়গাম পান তখন খোদার ভালোবাসায় তা আগুন লাগিয়ে দেয়, তিনি পাগলপ্রায় হয়ে এবং খালি হাতে, আবেগের আতিশয্যে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন যে, হে আমার আল্লাহ্! হে আমার প্রভু! আমি উপস্থিত, হে আমার প্রভু! আমি উপস্থিত। আমি ধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব।

(আল-ফজল ২৫ জানুয়ারী, ১৯৪০)

সুতরাং আজ আমরা যারা খোদার ভালোবাসায় নিবেদিত এবং খোদার বাণীকে পৃথিবীতে প্রচারের অঙ্গিকার নিয়ে দন্ডায়মান এই ব্যক্তিকে মানার দাবি করি, আজকে আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের হাতে যারা বয়আতের দাবি করি, যদি আজকে আমরা মনে করি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমণের মাধ্যমে খোদার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়েছে এবং রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর ইসলাম রেনেসার যুগে প্রবেশ করেছে, আর এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এটি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছবে, যদি আমরা এই কারণে তাঁর হাতে বয়আতের এই অঙ্গিকার করি যে, আমরা তিনি (আ.)-এর কাজে তাঁর সাহায্যকারী হব, তাহলে আমাদেরকেও সমস্ত শক্তি সামর্থ্য সহকারে, যাই আছে আমাদের মাঝে, তাস্বল্প হোক বা বেশি, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসা উচিত এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্র প্রতিও, তাঁর রসূলের প্রতিও এবং তাঁর মসীহ্র প্রতিও। নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে, ব্যবহারিক অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করা উচিত, নিজেদের বিশ্বস্ততার মান উন্নত করা উচিত, আর সেভাবেই সকল ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা উচিত যেভাবে সেই দরিদ্র বন্ধু তার ধনী বন্ধুর জন্য সব কিছু বিসর্জন দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

দুয়ের পাতার পর

খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা একান্ত আবশ্যক। খিলাফতের মাধ্যমেই দ্বীনের মধ্যে সুস্থিরতা এবং মু'মেনীনদের মধ্যে অবিচলতা ও ঐক্য সম্ভব। নিম্নে প্রদত্ত আঁ হযরত (সাঃ)-এর হাদিসগুলি এর জন্য সর্বোত্তম পথ-প্রদর্শক।

" হযরত আরবাজ বিন সারিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক দিন নামাযের পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ দান করেছিলেন যার ফলে শ্রোতাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে এবং মন বিগলিত হয়ে যায়। একজন সাহাবি নিবেদন করেন যে, হে রসুলুল্লাহ (সাঃ)! মনে হচ্ছে যেন এটি বিদায়সূচক উপদেশ। সেই সাহাবী বলেন হে রসুলুল্লাহ (সাঃ)! কোন উপদেশ করুন। অতএব তিনি (সাঃ) বলেন আমার উপদেশ হল এই যে, আল্লাহ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন কর, এবং শোনা মাত্রই সেই আদেশের আনুগত্য করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত কর। অর্থাৎ তোমাদের উপর যে নিগরান নিযুক্ত হবে, ইমাম বা খলীফা নির্বাচিত হবেন তার পূর্ণ আনুগত্য কর। যদিও সেই ব্যক্তি একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাসও হোক না কেন। স্মরণ রেখ! আমার পর যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক মতোবিরোধের সাক্ষী থাকবে। অতএব তোমাদের কর্তব্য হল আমার সুন্নত ও এবং খুলফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। এগুলির পূর্ণ আনুগত্য কর এবং এর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। নিত্য-নতুন উদ্ভাবন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো। কেননা, প্রত্যেকটি নুতুন বিষয় 'বিদাত' এবং পত্যেকটি 'বিদাত' পথ-ভ্রষ্টতা"

(মিশকাতুল মাসাবিহ)

উপরোক্ত হাদিসে আঁ হযরত (সাঃ) নিজের পর উম্মতকে খিলাফতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, খলীফাগণের আনুগত্য করবে। কেননা, এই বিষয়টিই যাবতীয় বিভেদ ও কলহ থেকে রক্ষা করবে এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও সুরক্ষিত রাখার এটিই মাধ্যম। এই হাদিসটিতে সুরা নুরের 'ইসতেখলাফ' আয়াতের ব্যাখ্যা করে দেওয়া হচ্ছে। এবং এবিষয়টিকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি স্থায়ী, কিন্তু এটিকে অর্জন করা ও রক্ষা করার জন্য ঈমান ও সৎ-কর্ম আবশ্যিক শর্ত।

ইসলাম এবং একতা:

একদিকে আঁ হযরত (সাঃ) -এর উপরোক্ত নির্দেশাবলী থেকে এই বিষয়টির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পৃথিবীতে সর্বকালে এমন সত্তা বিদ্যমান থাকবে যারা প্রকৃত অর্থেই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন অপরদিকে এটি থেকে একতার ধারণা এবং প্রয়োজনীয়তাও প্রকাশ পায়। কেননা হাদিসে আনুগত্যকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করার নির্দেশ আছে এবং এমনকি এও বলা হয়েছে যদি একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাসকেও তোমাদের কর্তা নিযুক্ত করা হয় তবু তার আনুগত্য কর। মোট কথা স্বভাতই ইসলাম একতার কেবল সমর্থকই নয় বরং এর গুরুত্বকেও স্বীকার করে। একতা ব্যতিরেকে ইমাম বা নেতা সম্ভব নয়। কালেমা তৈয়্যবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ যা ইসলামের মূল, একতা স্থাপনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও দৃঢ় ভিত্তি রচনা করে। এই কালেমা কেবল আল্লাহ তা'লার একত্ববাদ এবং নবুয়তের স্বীকারুক্তিই নয় বরং বিশ্ব -ব্যপি ইসলামের জন্য একতা ও অখণ্ডতার মাধ্যম রূপেও স্বীকৃত। আর কেবল বিশ্ব-ব্যপি ইসলামের একতার জন্যই নয় বরং ইসলাম যখন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে তখন এই কালেমাই বিশ্ব-শান্তির প্রতিভু রূপে আত্ম-প্রকাশ করবে। ইনশাল্লাহ॥

এই কালেমা ইসলামের অক্ষদন্ড যার সাথে ইসলামের লতাপাতা জড়িয়ে আছে। এই কারণেই কুরান মজীদে আল্লাহ তা'লা মুমেনীনদেরকে সম্বোধন করে বলার সময় বহুবচন ব্যবহার করেন। যেরূপ..... । আবু দাউদ-এর হাদিসে উল্লেখ আছে যে, হে মুসলমান গণ! এটি তোমরা ভাল করে জেনে রেখো! তোমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিভু হল 'আল-জামাত'। স্মরণ রেখো! যে ছাগলটি পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সে নেকড়ে বাঘের খাদ্যে পরিণত হয়। (আবু দাউদ)

খিলাফতে রাশেদা পর্বর্তী যুগের অবস্থা:

মৌলানা ক্বারী মহম্মদ তৈয়্যব সাহেব মরহুম, প্রাক্তন ব্যবস্থাপক দারুল উলুম দেওবন্দ, ১৯৪৪ সালে সিন্ধ প্রদেশে অনুষ্ঠিত জামিয়াতে উলেমায়ে হিন্দের একটি সভার সভাপতি ভাষণে ধর্ম এবং রাজনীতির বিষয়ে যে বক্তব্য রাখেন তাতে তিনি বলেন,

" খিলাফতে রাশেদা এবং তার পরিপুরক অর্থাৎ ওমর বিন আব্দুল আজিজ-এর পর মুসলমানদের অবনতির প্রথম পর্যায়ে প্রথমতঃ বিজয় থমকে যায় এবং এর পর একের পর এক দেশ হাতছাড়া হতে থাকে। এর পর আভ্যন্তরীন দূর্বলতা প্রকাশ পেয়ে অব্যবস্থা দেখা যায় এবং অবশেষে পরাজয় ও পতনের যুগ উপস্থিত হয়। " তিনি আরও বলেন,

"এটি কেবল এই কারণেই যে, মুসলমানদের সামনে কোন গন্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল না। আর থাকলেও তার জন্য কোন নির্দিষ্ট পথ জানা ছিল না। আর তা জানা থাকলেও সেই পথে চলার নৈতিকতা অবশিষ্ট ছিল না। আর সেটি থাকলেও সেই পথে চালিত করার জন্য কোন কেন্দ্র বা নেতা ছিল না যে নিজের জ্ঞান ও নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে তাদেরকে সেই নির্দিষ্ট পথে চালিত করবে। আর এমন কোন ব্যক্তি থাকলেও গোষ্ঠী দ্বন্ধ তাদেরকে এর থেকে বিরত রাখে।

মোট কথা এই তিনটি বিষয়, জ্ঞানগত শক্তি, নৈতিক শক্তি এবং ব্যবস্থাপনা শক্তির অধঃপতন এই সকল কুপরিণামের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

(খুতবাতে হাকিমুল ইসলাম, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৭, দেওবন্দে মুদ্রিত)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian,
Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir